সংবাদ ও বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
চ্যানেল টুয়েনটি
মুর্শিদাবাদের নিজস্ব চ্যানেল
৯৭৩২৭৭৫৪৬৪

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক বাংলা ই-কাগজ
জয় বাংলা
সম্পাদক ঃ আলি আহসান বাপি (৯৭৩২৭৭৫৪৬৪)

সংবাদ ও বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
20 Channel Twenty

9732775464 বুলেটিন ● বর্ষ-১ ● সংখ্যা ১১৫ ●২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ●মঙ্গলবার ● মূল্য - ২ টাকা E-mail ID : aliahsanbapi@gmail.com ৬

সম্পাদকীয়

ফের কেঁপে উঠল তুরস্ক

আতঙ্ক এখনও টাটকা! চারপাশ জুড়ে এখনও পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে ধ্বংসস্তূপ! এই অবস্থায় নতুন করে ফের কম্পন অনুভূত তুরস্কে। আজ সোমবার সে দেশের দক্ষিণ এলাকাতে তীব্র কম্পন অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৫.৬ বলে জানা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, স্থানীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর জানাচ্ছে, সোমবারের ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল মালতয়া প্রদেশের ইয়েসিল্টার শহরে। নতুন করে কম্পনকে কেন্দ্র করে তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ইয়েসিলার্টের মেয়র মেহমেত সিনার হ্যাবার্টিক স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, নতুন করে কম্পনে একাধিক বাড়ি ভেঙে পড়েছে ফের। একদিকে যখন ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে নতুন করে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টা করছে সে দেশ। সেই সময়ে নতুন করে কম্পনে একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। শুধু তাই নয়, ঘটনায় অন্তত ১০০ জন আহত হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ক্রুদ্ধ আহতদের স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা যাচ্ছে। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। স্থানীয় আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, গত তিন সপ্তাহে অন্তত তিনটি বড়সড় ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে তুরস্ক। যার প্রভাব পড়েছে সিরিয়াতেও। শুধু তাই নয়, পাঁচ থেকে ছয় মাত্রার অন্তত ৪৫ টি আফটার শক সে রাজ্যে আছড়ে পড়ে বলেও জানাচ্ছেন আধিকারিকরা। এই অবস্থায় আশঙ্কা আরও বাড়ছে। পরিস্থিতি যা তাতে আগামীদিনে আরও বেশ কয়েকটি ভূমিকম্পের সাক্ষী থাকতে পারে সে দেশের মানুষ। এই অবস্থায় মানুষকে সাবধানে থাকার বার্তা দিচ্ছেন সে দেশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর আধিকারিকরা। তুরস্কের দুর্যোগ মোকাবিলা সংস্থা এএফএডি জানিয়েছে যে ৬ জানুয়ারির শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর থেকে এ অঞ্চলে প্রায় ১০,০০০টি আফটারশক হয়েছে। বলে রাখা প্রয়োজন, গত তিন সপ্তাহ আগেই ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে তুরস্ক। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৮। এই কম্পনে ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়েছিল সিরিয়াতেও। আর তাতে এখনও পর্যন্ত দুই দেশ মিলিয়ে ৪৮ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় আহত কয়েক হাজার। এখনও প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে কম্পনের মৃতের সংখ্যা। এখনও দুই দেশে বহু মানুষ ঘর ছাড়া। কারোর রাত কাটছে হাসপাতালের বিছানাতে তো আবার কারোর দিন কাটছে ক্যাম্পে। রীতিমত আতঙ্ক মানুষগুলির চোখেমুখে। এই অবস্থায় নতুন করে কম্পন আতঙ্ক বাড়িয়েছে।

কলকাতার নোপানি হাইস্কুলে শুরু হয়েছে আইসিএসসি বোর্ডের পরীক্ষা। প্রথম পরীক্ষার দিন এলাকার জনপ্রিয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ও কলকাতা পুর নিগমের প্রতিনিধি রাকেশ সিনহা উপস্থিত ছিলেন নোপানি হাইস্কুলে। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু উপহার সামগ্রী তুলে দেন এবং তাদের শুভেচ্ছা জানান। এ দিন নোপানি হাইস্কুলের অধ্যক্ষ দিব্যেন্দু সেনশর্মাও উপস্থিত ছিলেন।

বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৩ অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী ও সঞ্চালিকা লাবণ্য দত্ত।

কোন দেশে কেমন বসন্ত উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ বসন্ত মানেই উৎসব। সে উৎসব যে শুধু আমাদের দেশেই উদযাপিত হয় এমন নয়। বসন্তের আগমনকে স্বাগত জানায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ। তবে যে দেশে যে রূপেই আসুক না কেন, উৎসবের মর্মবাণী চিরন্তন। যা কিছু জীর্ণ, পুরনো, তাকে ত্যাগ করে নতুনকে বরণ করে নেওয়াই এর মূলকথা। নানাভাবে, নানা আয়োজনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদযাপিত হয় বসন্তবরণ উৎসব। জেনে নিন কোন দেশের বসন্ত উৎসব কেমন হয়।

আমেরিকার পেনসিলভানিয়ায় অনেক শহরে ফেব্রুয়ারির ২ তারিখ পরিচিত 'গ্রাউন্ডহগ ডে' নামে। এই 'গ্রাউন্ডহগ' একটি ছোট লোমশ প্রাণী, আকারে একটু বড়সড় মেঠো ইঁদুরের মতো। গর্তবাসী অন্যান্য প্রাণীর মতোই গোটা শীতকালটা এরা গর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে কাটায়। শীতঘুম শেষে এদের বাইরে বেরিয়ে আসা দেখে অনেক কাল আগে ইউরোপে চাষিরা শীত-বসন্তের ঋতুসন্ধিতে ফসলের বীজ রোপণের জন্য জমি তৈরির উপযুক্ত সময় ঠিক করতো। সাধারণত বছরের ৩৩তম দিনে প্রজননের প্রয়োজনে ওরা গর্তের বাইরে আসে সঙ্গীর খোঁজে। যদি সে দিন চনমনে রোদ ওঠে, গ্রাউন্ডহগ নিজের ছায়া দেখতে পায়, আবার গর্তের ভিতর ঢুকে পড়ে।

সে ক্ষেত্রে আরও কয়েক সপ্তাহ শীতের প্রকোপ চলতে দেখা যায়। কিন্তু যদি দিনটা থাকে মেঘলা, ওরা বাইরে এসে খানিক ছুটোছুটি করে। দেখা যায়, এর কয়েকদিনের মধ্যেই শীতের দাপট কমে গিয়ে বসন্তের ফুল ফুটতে শুরু করে। সেই থেকে এই গ্রাউন্ডহগরা 'আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বক্তা' হিসেবে প্রাচীন ইউরোপীয় লোকগাথায় জায়গা করে নিয়েছে।

জাপানে বসন্তকালে বড় চমৎকার। এ সময় ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় চেরি গাছ। চেরি ফুলকে জাপানিরা বলে 'সাকুরা।' এই ফুল তাদের কাছে পবিত্র, সৌভাগ্যেরও প্রতীক। ফুল ফোটার উৎসব 'হানামি' পালনের শুরু হয় সেই সপ্তম শতকে। কৃষ্ণচূড়া যেমন জানুয়ারির শেষ থেকে শুরু করে এপ্রিল পর্যন্তও ফোটে, তেমনই সাকুরা অঞ্চল বিশেষে জানুয়ারি থেকে ফুটতে শুরু করলেও 'হানামি'র আয়োজন শুরু হয় মার্চ থেকে। প্রকৃতি তখন সবচেয়ে মনোরম। ফুল-বিছানো বিরাট চেরি গাছের ছায়ায় নানা ঐতিহ্যবাহী জাপানি খাবার সহযোগে চলে বনভোজন পর্ব।

ইউরোপে বসন্ত উৎসব বেশ জমকালোভাবে আয়োজিত হয়। স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ায় বসন্ত-সমাগমে শুরু হয় 'লাস ফাইয়াস'। মাতা মেরির স্বামী সেন্ট জোসেফের স্মরণে এই উৎসব। প্রতিটি এলাকায় বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই কাঠ, কাগজ, মোম প্রভৃতি দিয়ে বড় বড় প্যাপেট বা পুতুল তৈরির কাজ শুরু হয়। বাজি পোড়ানো হয় উৎসবে। বাজির আগুনের লাল আভায় ঝলমল করতে থাকে জিওর জীবনের সঙ্গে জড়িত নানা চরিত্র অবলম্বনে তৈরি অতিকায় পুতুলগুলো। তাদের ঘিরে চলে নাচ, গান, শোভাযাত্রা।

স্পেনে এই সময় পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ে। ১ মার্চ থেকে শুরু হয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে চলে এই উৎসব।

মেক্সিকোতে বসন্ত ঋতুকে বলা হয় '[illegible] মার্কোস।' প্রতি বছর ২০-২১ মার্চ [illegible] মানুষ 'স্প্রিং ইকুইনক্স' উদযাপন কর[illegible] পোশাক পরে শহর থেকে ৩০ [illegible] উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বিশাল তুতিহুয়া[illegible] পিরামিডে সূর্যোদয় দেখতে যায়। অনেকেই ৩৬০ সিঁড়ি চড়ে পিরামিডের মাথায় পৌঁছে যায়, সূর্যের কাছাকাছি গিয়ে সারা বছরের জন্য প্রাণশক্তি শুষে নেওয়ার সংস্কারে দু'হাত তুলে রোদ পোহায়। এরপর শুরু হয়ে যায় মেলা। তিন সপ্তাহব্যাপী এই বসন্ত উৎসব মেক্সিকোর বৃহত্তম উৎসব। অগণিত পর্যটক আসেন মোরগ লড়াই, সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা ও নানা বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান দেখতে।

পোল্যান্ডে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয় খড়ের তৈরি অতিকায় পুতুল। শীত ঋতু, [illegible] প্রতীক বলে [illegible] এই পুতুলকে [illegible] পুড়িয়ে [illegible] শীতের ক্রোধ [illegible] তারা। এই [illegible] বলা হয় [illegible]। বসনিয়ায় বসন্তের অভ্যর্থনা হয় বনভোজনের প্রতীক ডিম দিয়ে। উৎসবের নাম 'সিমপুরিজাদা।' এর অর্থ 'ফেস্টিভ্যাল অব স্ক্র্যাম্বল্ড এগ।' বসনা নদীর ধারে সবাই একত্রিত হয়, বিনামূল্যে বিতরিত হয় 'স্ক্র্যাম্বলড এগ।'

চীনে প্রচলিত ছিল লোকগল্প। 'নিয়োন' নামের এক ক্ষুধার্ত অপদেবতা দীর্ঘ শীতঘুম শেষে গ্রামে এসে গ্রাসে করত শস্য। পটাপট খেয়ে ফেলত গরু-ছাগল, এমনকি ছোট ছেলেমেয়েদেরও। তার হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রাচীন চিনের মানুষ বাড়ির দরজায় রেখে দিত সুস্বাদু খাবার, যেন সে সব খেয়ে তৃপ্ত হয়ে নিয়োন বিদায় নেয়। কিন্তু এক সময় গ্রামের মানুষ লক্ষ করলো, লাল পোশাকের একটি শিশুকে দেখে নিয়োন ভয় পেয়ে পালাচ্ছে। এরপর থেকেই নিয়োনকে ঠেকাতে শীতের শেষে সকলে লাল বা জমকালো রঙের পোশাক পরতে শুরু করল, শুরু হল লাল রঙের লণ্ঠন দিয়ে ঘর সাজানোর রীতি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আধুনিক হয়েছে, প্রাচীন সংস্কার ছেড়ে ফেলেছে, কিন্তু ঋতুসন্ধিতে নিজেদের রঙিন করে সাজিয়ে নেওয়ার প্রথাটি রয়ে গেছে আজও।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার থাইল্যান্ড বসন্তকে স্বাগত জানায় 'সংক্রান' উৎসবের মধ্যে দিয়ে। বাংলার 'সংক্রান্তি' এখানে 'সংক্রান'। বেশ মজার এই উৎসব। পানিতে নেমে পরস্পরকে পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া হয় এই উৎসবে। বিগত বছরের রাগ-অভিমান-হিংসা সব ধুয়ে ফেলে শুদ্ধ হয়ে ওঠাই এর উদ্দেশ্য।

হল্যান্ডে বসন্ত উৎসবের নাম হচ্ছে টিউলিপ টাইম। এই নামকরণের কারণ হচ্ছে প্রতি বছর বসন্তে প্রায় ৬ মিলিয়ান টিউলিপ ফোটে এখানে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় টিউলিপ উৎসব হয় হল্যান্ডেই। এটি দেখতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এক মিলিয়নেরও বেশি মানুষ আসে হল্যান্ডে।

বাংলাদেশের চিঠি

বাংলাদেশ-ভারতের সুসম্পর্ক আজীবন অটুট থাকবে

মনির হোসেন,ঢাকা

বাংলাদেশের কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতা করেছে। পরম আন্তরিকতা স্বীকার করেছে। আমরা উভয় দেশই সব দিক থেকেই একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। দুইদেশের মধ্যে এই সুসম্পর্ক আজীবন অটুট থাকবে।

ড. রাজ্জাক রোববার কলকাতার রোটারি সদন অডিটোরিয়ামে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন ভারত কমিটি আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও শেখ হাসিনা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। বাংলাদেশের কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবন মানেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতার মহানায়ক এ কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবন মানেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস। তাই বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সমার্থক। আর বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে। বাংলাদেশের উন্নয়ন ও শেখ হাসিনা এখন সমার্থক। এই উন্নয়নের গতিকে আরো বেগবান ও গতিময় করতে হবে। তবেই বিশ্বের বুকে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত একটি দেশে রূপান্তর হবে।

সোমবার সরকারি তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন বিশ্বব্যাপী বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ছড়িয়ে দেয়ার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত ১৪ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও অগ্রগতি নিয়েও প্রচারণা চালাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। এর অংশ হিসাবে কলকাতায় এটির আয়োজন করেছে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন ভারত কমিটি। কৃষিমন্ত্রী বলেন,আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, যে কৌশল আমরা নিয়েছি, যেভাবে আমরা বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি, তাতে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। তিনি বলেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে নির্বাচনের মাধ্যমে

বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসে। সেই নির্বাচনে জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এরপর, গত ১৪ বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অনেক উন্নয়ন করেছেন, যা সারা পৃথিবীতে প্রশংসিত হয়েছে।

সামাজিক বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে কৃষিমন্ত্রী বলেন, ২০১৫ সালে আমরা দানা জাতীয় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। সামাজিক ইনডেক্সগুলিতেও আমরা খুব ভালো ফল করেছি। আমাদের দারিদ্রতা অর্ধেক কমে ৪০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে হয়েছে। অতি দরিদ্র যেখানে ১৮ থেকে ১৯ শতাংশ ছিল, সেটা এখন ১০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। অবকাঠামো, ব্রিজ, পদ্মা সেতু, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। ১০০টি ইকোনোমিক জোন তৈরি করা হয়েছে, যেখানে শিল্প, কলকারখানা করা হচ্ছে, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসাবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়, বিশেষ অতিথি হিসাবে সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু, কলকাতায় বাংলাদেশের উপ হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস, কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর প্রমুখ এ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।